দ্বিতীয় অধ্যায়
দেশজ উৎপাদ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

[বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার অভিঘাত বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর সীমিত আকারে পড়লেও মন্দা-পরবর্তী পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী ২০০৯-১০ অর্থবছরে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার ৬.০৭ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ০.৩৩ শতাংশ বেশি। চলতি অর্থবছরের সাময়িক হিসাব অনুয়ায়ী জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ৬.৬৬ শতাংশ। প্রবৃদ্ধি অর্জনে অর্থনীতির তিনটি বৃহৎ খাত-কৃষি, শিল্প ও সেবা-গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। বিগত তিন অর্থবছরে কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। চলতি অর্থবছরে সার্বিক কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪.৯৬ শতাংশ। বিশ্ববাজারে পণ্যের চাহিদা হ্রাস এবং শিল্প পণ্যের উৎপাদন কমে যাওয়ার ফলে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে প্রবৃদ্ধির যে হ্রাসমান ধারা বিগত কয়েক বছরে বজায় ছিল, চলতি অর্থবছরে তা থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে এ বছর প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৯.৫১ শতাংশ, গত অর্থবছরে এ খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ৬.৫০ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে সার্বিক শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৮.১৬ শতাংশ, গত অর্থবছরে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.৪৯ শতাংশ। সেবা খাতের প্রবৃদ্ধিও গত অর্থবছরের ৬.৪৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে চলতি অর্থবছরের ৬.৬৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। চলতি ২০১০-১১ অর্থবছরে স্থিরমূল্যে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৯.৯৫ শতাংশ, ৩০.৩৩ শতাংশ ও ৪৯.৭২ শতাংশ, গত অর্থবছরে এ হার ছিল যথাক্রমে ২০.২৯ শতাংশ, ২৯.৯৩ শতাংশ ও ৪৯.৭৮ শতাংশ। ব্যয়ের ক্ষেত্রে সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১০-১১ অর্থবছরে ভোগব্যয়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় জিডিপি'র ০.৫১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে জিডিপি'র ৮০.৪১ শতাংশে পৌঁছেছে। তবে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় গত অর্থবছরের জিডিপি'র ২০.১০ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে চলতি অর্থবছরে জিডিপি'র ১৯.৫৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাওয়ায় জাতীয় সঞ্চয় ২০০৯-১০ অর্থবছরের জিডিপি'র ৩০.০২ শতাংশ থেকে চলতি অর্থবছরে ২৮.৪০ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। বিনিয়োগ ২০০৯-১০ অর্থবছরের জিডিপি'র ২৪.৪১ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১০-১১ অর্থবছরে জিডিপি'র ২৪.৭৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।]

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

২০০৭-২০০৯ সাল ব্যাপী বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর সীমিত পর্যায়ে প্রভাব ফেলে। এসময়ে জিডিপি প্রবৃদ্ধি কিছুটা হ্রাস পায়। ২০০৭-০৮ ও ২০০৮-০৯ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬.১৯ শতাংশ ও ৫.৭৪ শতাংশ। মন্দা-পরবর্তী পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের অর্থনীতিও ঘুরে দাঁড়ায় এবং ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৬.০৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১০-১১ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৬.৬৬ শতাংশ। মধ্যেমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (এমটিএমএফ) এ ২০১১-১২ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপণ করা হয়েছে ৭ শতাংশ, যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৮ শতাংশে উন্নীত হবে বলে পূর্বাভাস করা হয়েছে।

চলতি বাজার মূল্যে স্থূল দেশজ উৎপাদ (জিডিপি)

চলতি বাজার মূল্যে ২০১০-১১ অর্থবছরের জিডিপি'র আকার দাঁড়িয়েছে ৭,৮৭,৪৯৫ কোটি টাকা, যা গত অর্থবছরের জিডিপি (৬,৯৪,৩২৪ কোটি টাকা) অপেক্ষা ১৩.৪২ শতাংশ বেশি। ২০১০-১১ অর্থবছরে চলতি বাজার মূল্যে মাথাপিছু জিডিপি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৫৩,২৩৬ টাকা, যা গত অর্থবছরের মাথাপিছু জিডিপি ৪৭,৫৩৬ টাকা হতে ১১.৯৯ শতাংশ বেশি। ২০০৯-১০ অর্থবছরে মাথাপিছু জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১১.৫১ শতাংশ। অন্যদিকে চলতি অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় দাঁড়িয়েছে ৫৭,৬৫২ টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৫১,৯৫৯ টাকা। মার্কিন ডলার হিসেবে চলতি অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় ও মাথাপিছু জিডিপি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৮১৮ ও ৭৫৫ মার্কিন ডলার। গত অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় ও মাথাপিছু জিডিপি'র পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৫১ ও ৬৮৭ মার্কিন ডলার। সারণি ২.১-এ ২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত চলতি বাজার মূল্যে মোট এবং মাথাপিছু জিডিপি ও স্থূল জাতীয় আয় (জিএনআই) দেখানো হল:

সারণি ২.১ঃ চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি, জিএনআই, মাথাপিছু জিডিপি ও মাথাপিছু জিএনআই

সূচক	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১*
জিডিপি (কোটি টাকায়)	৪১৫৭২৮	৪৭২৪৭৭	৫৪৫৮২২	৬১৪৭৯৫	৬৯৪৩২৪	৭৮৭৪৯৫
জিএনআই (কোটি টাকায়)	৪৪২৯৩৫	৫০৭৭৫২	৫৯৪২১২	৬৭০৬৯৬	৭৫৮৯২৮	৮৫২৮২২
জনসংখ্যা (কোটিতে)	১৩.৮৮	১৪.০৬	১৪.২৪	১৪.৪২	১৪.৬১	১৪.৭৯
মাথাপিছু জিডিপি (টাকায়)	২৯৯৫৫	৩৩৬০৭	৩৮৩৩০	৪২৬২৮	৪৭৫৩৬	৫৩২৩৬
মাথাপিছু জিএনআই (টাকায়)	৩১৯১৫	৩৬১১৬	৪১৭২৮	৪৬৫০৪	৫১৯৫৯	৫৭৬৫২
মাথাপিছু জিডিপি (মার্কিন ডলারে)	৪৪৭	৪৮৭	৫৫৯	৬২০	৬৮৭	৭৫৫
মাথাপিছু জিএনআই (মার্কিন ডলারে)	৪৭৬	৫২৩	৬০৮	৬৭৬	৭৫১	৮১৮

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। * সাময়িক হিসাব

সারণি ২.২-এ ২০০৫-০৬ থেকে ২০০০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত চলতি বাজার মূল্যে খাতভিত্তিক স্থূল দেশজ উৎপাদ দেখানো হয়েছে।

সারণি ২.২ঃ চলতি বাজার মূল্যে স্থূল দেশজ উৎপাদ (জিডিপি)

(কোটি টাকায়)

খাত/উপখাত	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১*
১। কৃষি ও বনজ	৬২২২৩	৭০১২৪	৮০২০১	৮৯৪২৬	১০০৫৮৮	১১৩৩৮৮
ক) শস্য ও শাকসজি	৪৬১১৮	৫২৪৬৮	৬০৫৭৮	৬৭২৪৭	৭৫৩৩৯	৮৫০২৩
খ) প্রাণি সম্পদ	৯৬৮২	১০৭৮০	১২১১৮	১৪০০২	১৬২১৯	১৮৩৬৪
গ) বনজ সম্পদ	৬৪২৩	৬৮৭৬	৭৫০৫	৮১৭৭	৯০৩০	১০০০১
২। মৎস্য সম্পদ	১৬৩১৭	১৭৭৮৩	১৯৭৯০	২১৮০৬	২৪২২৩	২৬৯৯৩
৩। খনিজ ও খনন	৪৬৪৩	৫৩২২	৬১৫২	৭০৯১	৮১১৪	৯০২১
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	২৫৬৮	২৮৪৫	৩১৬৪	৩৫৯০	৪০৩৯	৪২২০
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	২০৭৫	২৪৭৬	২৯৮৮	৩৫০১	৪০৭৫	৪৮০১
৪। শিল্প (ম্যানুঃ)	৬৮৯২৩	৮১১৭৮	৯৩৯০১	১০৬৪৪৫	১২০১০৮	১৩৮৪৩০
ক) বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প	৪৮৯৭৪	৫৭৬৮৮	৬৬৭৫৯	৭৫৬১০	৮৪৮৯৯	৯৮৮৩৬
খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	১৯৯৪৯	২৩৪৯০	২৭১৪২	৩০৮৩৫	৩৫২০৯	৩৯৫৯৪
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস, ও পানি সম্পদ	৫৩৯২	৫৫৯০	৬০৭০	৬৫৪২	৭১৯৫	৭৭১২
ক) বিদ্যুৎ	৪৪৫৫	৪৫৬৭	৪৯৫৫	৫৩১১	৫৮৪০	৬২৭৩
খ) গ্যাস	৫৯৪	৬৫১	৭১৬	৭৯৩	৮৭৬	৯০৯
গ) পানি	৩৪২	৩৭২	৩৯৯	৪৩৮	৪৭৯	৫৩০
৬। নির্মাণ	৩২৭৯৭	৩৭৫৪৩	৪৩৮৫৪	৫০১২৫	৫৫৬৫৮	৬২৩২৫
৭। পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য	৫৬৯৮৪	৬৬০১১	৭৮২২০	৮৮২৭৬	১০০২৯৫	১১৩৯০২
৮। হোটেল ও রেঁস্তোরা	২৮৫৩	৩২৮৯	৩৮৮৯	৪৪৬০	৫১৫০	৫৯৭১
৯। পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৪৩২০৬	৪৮৯০৮	৫৬৯০৭	৬৪২৮০	৭১৮৮০	৮৪০২২
ক) স্থল পথ পরিবহন	৩২৮৪১	৩৬৮৫৩	৪২৮৫৭	৪৮৩৬৫	৫৪১৫৯	৬৩৮০৩
খ) পানি পথ পরিবহন	৩১৩৭	৩৩০৭	৩৬২১	৩৯২৩	৪২১৪	৪৫৭৬
গ) আকাশ পথ পরিবহন	৫০০	৫০৯	৫৪৬	৫৮৯	৬৪৯	৭০৫
ঘ) সহযোগী পরিবহন সেবা ও সংরক্ষণ	১২৬০	১৪২০	১৫৬৯	১৭৫৮	১৯৩৮	২০৩৩
ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	৫৪৬৭	৬৮২০	৮৩১৪	৯৬৪৫	১০৯২০	১২৯০৬
১০। আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা	৬৬৮৪	৭৭৪৪	৮৯৫৫	১০২৪৫	১২৩০০	১৪৪৫৮
ক) ব্যাংক	৪৯৯৫	৫৭৯৭	৬৬৫৬	৭৬১৩	৯০৬৩	১০৬০০
খ) বীমা	১৪৩০	১৬৪০	১৯৩০	২২০১	২৭০২	৩২২২
গ) অন্যান্য	২৬০	৩০৭	৩৬৮	৪৩১	৫৩৫	৬৩৭
১১। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	৩২১৫৭	৩৪৯২৯	৩৮০৫৮	৪১৬১৬	৪৫৬৮৩	৪৯৮৮৮
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	১১০৩৬	১২৭৪৩	১৪৪২৭	১৬৩৬০	১৮৭৫৭	২১৯৭৭
১৩। শিক্ষা	৯৯৩৫	১১৭৭৬	১৩৫৩১	১৫৪৯৪	১৭৯০৮	২০৯৬৪
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	৯০২২	১০৩০৭	১১৮১৯	১৩৩৯১	১৫১৪২	১৭৫৪৯
১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	৩৮২৮৩	৪৩৫৬৮	৫০২০০	৫৮৩৬৪	৬৮৪৬৬	৭৫০৬১
আমদানি শুল্ক	১৫২৭৪	১৫৬৬২	১১৭৩৩	২০৮৭১	২২৮৫৩	২৫৮৩৫
চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি	৪১৫৭২৮	৪৭২৪৭৭	৫৪৫৮২২	৬১৪৭৯৫	৬৯৪৩২৪	৭৮৭৪৯৫
চলতি বাজার মূল্যে প্রবৃদ্ধি হার	১২.১৪	১৩.৬৫	১৫.৫২	১২.৬৪	১২.৯৪	১৩.৪২

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। * সাময়িক

খাতভিত্তিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি

উৎপাদন ভিত্তিতে নিরূপিত জিডিপি ১৫ টি খাত নিয়ে গঠিত। খাতসমূহ কৃষি, শিল্প ও সেবা- এ তিনটি বৃহৎ খাতে (broad sector) বিভক্ত। এছাড়া, কয়েকটি খাত আবার একাধিক উপখাতে বিভক্ত। সার্বিক খাত হিসাবে কৃষি খাত কৃষি ও বনজ এবং মৎস্য- এ দুটি খাতের সমন্বয়ে গঠিত। সার্বিক শিল্প খাতের আওতাধীন খাতসমূহ হচ্ছে খনিজ ও খনন, ম্যানুফ্যাকচারিং, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ। পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য, হোটেল ও রেঁস্তোরা, পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ, আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা, রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা, লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা এবং কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা খাতসমূহের সমন্বিত উৎপাদনই সেবা খাতের মোট উৎপাদন। সারণি ২.৩ এবং লেখচিত্র ২.১ এবং এ ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে জিডিপির খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ২.৩ঃ ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে জিডিপির খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার

খাত/উপখাত	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১*
১। কৃষি ও বনজ	৫.২৩	৪.৬৯	২.৯৩	৪.১০	৫.৫৬	৪.৮২
ক) শস্য ও শাকসব্জি	৫.০৩	৪.৪৩	২.৬৭	৪.০২	৬.১৩	৫.০৪
খ) প্রাণি সম্পদ	৬.১৫	৫.৪৯	২.৪৪	৩.৪৮	৩.৩৮	৩.৫৪
গ) বনজ সম্পদ	৫.১৮	৫.২৪	৫.৪৭	৫.৬৯	৫.২৩	৫.৩৫
২। মৎস্য সম্পদ	৩.৯১	৪.০৭	৪.১৮	৪.১৬	৪.১৫	৫.৪৪
৩। খনিজ ও খনন	৯.২৬	৮.৩৩	৮.৯৪	৯.৮৪	৮.৮০	৪.৮৫
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	৯.৫২	৮.০৩	৮.২৬	৯.১৫	৮.১২	১.০৪
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	৮.৮৪	৮.৮০	১০.০১	১০.৯০	৯.৮৪	১০.৫৬
৪। শিল্প (ম্যানুঃ)	১০.৭৭	৯.৭২	৭.২১	৬.৬৮	৬.৫০	৯.৫১
(ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	১১.৪১	৯.৭৪	৭.২৬	৬.৫৮	৫.৯৮	১০.৪১
(খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৯.২১	৯.৬৯	৭.১০	৬.৯০	৭.৭৭	৭.৩৪
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস, ও পানি সম্পদ	৭.৬৭	২.১০	৬.৭৭	৫.৯১	৭.২৮	৫.৯৬
ক) বিদ্যুৎ	৭.৪৫	১.০৮	৬.৬৮	৫.৩৯	৭.২১	৬.৫০
খ) গ্যাস	৯.৩৭	৭.৩৭	৭.৭২	৮.৪২	৭.৫১	০.৯৬
গ) পানি	৭.৫৫	৭.০৮	৬.০০	৮.৩৯	৭.৭৭	৯.০৩
৬। নির্মাণ	৮.৩১	৭.০১	৫.৬৮	৫.৭০	৬.০১	৬.৩৭
৭। পাইকারি ও খুচরা বিপণন	৬.৭৫	৮.০৪	৬.৮২	৬.২১	৫.৮৭	৬.০৬
৮। হোটেল ও রেঁস্তোরা	৭.৪৫	৭.৫২	৭.৫৫	৭.৫৮	৭.৬১	৭.৬২
৯। পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৭.৯৮	৮.০৩	৮.৫৫	৮.০১	৭.৬৯	৭.৯৩
ক) স্থল পথ পরিবহন	৪.১৪	৪.১৮	৪.৫৪	৫.১৭	৫.৯৮	৪.০৩
খ) পানি পথ পরিবহন	১.৯৫	১.৭৩	২.৫৪	২.৪৬	১.০১	১.৯৪
গ) আকাশ পথ পরিবহন	৫.২৫	২.০১	৬.২০	৭.৩৮	৯.১৩	৭.৬১
ঘ) সহযোগী পরিবহন সেবা ও সংরক্ষণ	৬.১৩	৮.৯৩	৮.৪৫	৯.৬৪	৮.১৫	২.৫০
ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	২৬.৭০	২৩.২৯	২১.৬৪	১৬.১১	১২.৯৫	১৭.৬৩
১০। আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা	৮.৫০	৯.১৮	৮.৮৯	৮.৯৯	১১.৬৪	৯.৪২
ক) ব্যাংক	৮.১৯	৯.৩৪	৮.৩৮	৯.০৫	১০.৪৭	৮.৮২
খ) বীমা	৯.১৬	৮.২১	১০.০৩	৮.৩৮	১৪.৮৮	১১.১৪
গ) অন্যান্য	১০.৯৪	১১.৬২	১২.৪৭	১১.১৩	১৬.১০	১০.৭৬
১১। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	৩.৬৯	৩.৭৬	৩.৭৫	৩.৮১	৩.৮৯	৩.৯৬
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৮.১৫	৮.৪১	৬.২১	৭.০১	৮.৩৫	৯.৫৬
১৩। শিক্ষা	৯.০৫	৮.৯৬	৭.৮০	৮.০৫	৯.২৪	৯.৪৭
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	৭.৭৯	৭.৬৪	৭.০২	৭.২০	৮.১০	৮.৩০
১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	৪.০৯	৪.৫৮	৪.৬২	৪.৭০	৪.৭২	৪.৭৫
স্থির মূল্যে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার	৬.৬৩	৬.৪৩	৬.১৯	৫.৭৪	৬.০৭	৬.৬৬

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো * সাময়িক

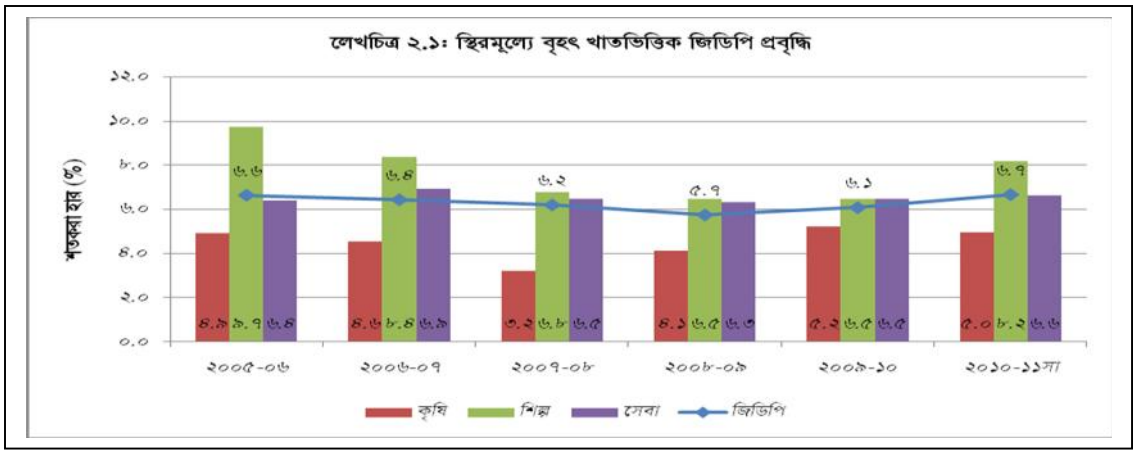

কৃষি খাত

চলতি ২০১০-১১ অর্থবছরের স্থূল দেশজ উৎপাদে সার্বিক কৃষি (broad agriculture) খাতের মধ্যে কৃষি ও বনজ খাতে প্রবৃদ্ধির হার প্রাক্কলন করা হয়েছে ৪.৮২ শতাংশ, যা গত অর্থবছরে ছিল ৫.৫৬ শতাংশ। এ খাতের শস্য ও শাকসব্জি উপখাতে চলতি অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৫.০৪ শতাংশ, গত অর্থবছরে এ খাতের প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ৬.১৩ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে মোট খাদ্য শস্য (চাল, গম ও ভূট্টা) উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নিধারণ করা হয়েছে ৩৬৯.৩৬ লক্ষ মেট্রিক টন, যা গত অর্থবছরের মোট খাদ্য শস্য উৎপাদন ৩৪১.১৩ লক্ষ মেট্রিক টন অপেক্ষা ৮.২৩ শতাংশ বেশি। প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী এবছর আউশ ও আমনের উৎপাদন হয়েছে ১৩৯.১৬ লক্ষ মেট্রিক টন, যা গত বছরের উৎপাদন (১৩৫.০৭ লক্ষ মেট্রিক টন) অপেক্ষা ৩.০৩ শতাংশ বেশি। এবছর বোরোর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১৮৬.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন, যা গত বছরের বোরো উৎপাদন (১৮৩.৪১ লক্ষ মেট্রিক টন) অপেক্ষা ১.৬৮ শতাংশ বেশি। পর্যাপ্ত সার ও সেচ সুবিধা নিশ্চিত করা এবং অনুকূল আবহাওয়ার কারণে বোরোর উৎপাদন ভালো হওয়ায় এবছর লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়া, অন্যান্য শাকশব্জির উৎপাদনও এবছর ভাল হওয়ায় গত অর্থবছরের বড় ভিত্তির (high base) ওপর চলতি অর্থবছরে শস্য ও শাকশব্জি উপখাতে ৫ শতাংশেরও বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে।

চলতি অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ ও বনজ সম্পদ উপখাতে প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ৩.৫৪ শতাংশ ও ৫.৩৫ শতাংশ। গত অর্থবছরে এ দুই উপ-খাতে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় যথাক্রমে ৩.৩৮ শতাংশ ও ৫.২৩ শতংশ। চলতি অর্থবছরে এভিয়ান ফ্লুর মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে মুক্ত থাকায় প্রাণিসম্পদ উপখাতে প্রবৃদ্ধি বেড়েছে। বনজ সম্পদ উপখাতেও প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে।

মৎস্য অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী ২০১০-১১ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক উৎস হতে মোট মৎস্য আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ৩১ লক্ষ মেট্রিক টন, যা ২০০৯-১০ অর্থবছরের মোট মৎস্য আহরণের (২৮.৯৯ লক্ষ মেট্রিক টন) তুলনায় ৬.৯৩ শতাংশ বেশি। এ খাতে চলতি অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার প্রাক্কলন করা হয়েছে ৫.৪৪ শতাংশ, যা ২০০৯-১০ অর্থবছরে ছিল ৪.১৫ শতাংশ।

শিল্প খাত

২০১০-১১ অর্থবছরে সার্বিক শিল্প (broad industry) খাতের মধ্যে খনিজ ও খনন খাতের প্রবৃদ্ধির হার ৪.৮৫ শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে, ২০০৯-১০ অর্থবছরে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৮.৮০ শতাংশ। এর মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম উপ-খাতে প্রবৃদ্ধির হার ১.০৪ শতাংশ ও অন্যান্য খনিজ ও কয়লা উপ-খাতে প্রবৃদ্ধির হার ১০.৫৬ শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে, ২০০৯-১০ অর্থবছরে এ দুই উপ-খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল যথাক্রমে ৮.১২ শতাংশ ও ৯.৮৪ শতাংশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক নিরূপিত শিল্প উৎপাদন সূচক (QIP, ভিত্তিবছরঃ ১৯৮৮-৮৯ = ১০০) অনুসারে ২০০৯-১০ অর্থবছরে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প উৎপাদনে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.৯৪ শতাংশ। ২০১০-১১ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প উপখাতের পাট, তুলা, পোশাক ও চামড়া, কাঠের আসবাবপত্র, অ-ধাতব দ্রব্য, বেসিক ধাতব দ্রব্য, ফেব্রিকেটেড ধাতব দ্রব্য ইত্যাদি শিল্পে উৎপাদনসূচক পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায়

বৃদ্ধি পেয়েছে। কাগজ ও কাগজজাত দ্রব্যের উৎপাদনসূচক প্রায় একই রয়েছে এবং রাসায়নিক দ্রব্য, পেট্রোলিয়াম, খাদ্য সামগ্রীর উৎপাদনসূচক পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে।

বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দাসৃষ্ট প্রভাব হতে দেশের রপ্তানি খাতও ইতিবাচক ধারায় ফিরেছে। ২০১০-১১ অর্থবছরের প্রথম দশ মাসে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৪০.৮৮ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে মূলধনী যন্ত্রপাতি ও শিল্পের কাঁচামাল আমদানির ঋণপত্র খোলার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ৬৯.৭৬ শতাংশ ও ৬৬.৪৩ শতাংশ। এ সব বিবেচনায় ২০১০-১১ অর্থ বছরে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের প্রবৃদ্ধির হার প্রায় ১০.৪১ শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা ২০০৯-১০ অর্থবছরে ছিল ৫.৯৮ শতাংশ। ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদন ডিসেম্বর, ২০১০ পর্যন্ত সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে এ উপখাতে প্রবৃদ্ধির হার ৭.৩৪ শতাংশ হবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা ২০০৯-১০ অর্থবছরে ছিল ৭.৭৭ শতাংশ। সামগ্রিকভাবে ২০১০-১১ অর্থবছরে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প খাতে (বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পে) ৯.৫১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে, গত অর্থবছরে যা ছিল ৬.৫০ শতাংশ।

চলতি অর্থবছরে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি খাতে প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৫.৯৬ শতাংশ, গত অর্থবছরে এ খাতের প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ৭.২৮ শতাংশ। মূলত গ্যাস উপ-খাতে প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়ায় এ খাতের সার্বিক প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে। অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ায় নির্মাণ খাতে এ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ৬.৩৭ শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৬.০১ শতাংশ।

সেবা খাত

২০১০-১১ অর্থবছরে সার্বিক সেবা (broad service) খাতের মধ্যে আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা খাত ব্যতীত অন্য সকল খাতের প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পাবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। এর মধ্যে পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য খাতে প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের (৫.৮৭ শতাংশ) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে চলতি অর্থবছরে ৬.০৬ শতাংশে দাঁড়াবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। হোটেল ও রেঁস্তোরা খাতে প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের (৭.৬১ শতাংশ) তুলনায় প্রায় একই থাকবে (৭.৬২ শতাংশ) বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ খাতে ৭.৯৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে বলে প্রাক্কলন করা হচ্ছে। উল্লেখ্য ২০০৯-১০ অর্থবছরে এ খাতে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭.৬৯ শতাংশ। এ প্রবৃদ্ধিতে ডাক ও তার যোগাযোগ সেবা উপখাত এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে এ উপ-খাতে প্রবৃদ্ধির হার ধরা হয়েছে ১৭.৬৩ শতাংশ। পূর্ববর্তী অর্থবছরে এ উপ-খাতের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১২.৯৫ শতাংশ। অন্যদিকে এ খাতের উপখাতসমূহের মধ্যে স্থল পথ পরিবহন, আকাশ পথ পরিবহন এবং সহযোগী পরিবহন সেবা ও সংরক্ষণ উপখাতে প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলানায় হ্রাস পেয়েছে।

২০০৯-১০ অর্থবছরে আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৯.৪২ শতাংশ, ২০০৯-১০ অর্থবছরে এ খাতের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১১.৬৪ শতাংশ। এ খাতের তিনটি উপখাতেই প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা খাতের প্রবৃদ্ধির হার এ বছর ৩.৯৬ শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা ২০০৯-১০ অর্থবছরে ছিল ৩.৮৯ শতাংশ। সেবা খাতের অন্তর্ভুক্ত অবশিষ্ট খাতসমূহের মধ্যে লোকপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজকর্ম এবং কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যাক্তিগত সেবা খাতের প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৯.৫৬ শতাংশ, ৯.৪৭ শতাংশ, ৮.৩০ শতাংশ এবং ৪.৭৫ শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

স্থির মূল্যে জিডিপিতে খাতসমূহের অবদান

সারণি ২.৪-এ ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে জিডিপিতে খাতওয়ারি অবদানের হার উপস্থাপন করা হয়েছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে স্থির মূল্যে জিডিপিতে কৃষি ও বনজ খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ১৫.৫২ শতাংশ, ২০০৯-১০ অর্থবছরে এ খাতের অবদান ছিল ১৫.৮১ শতাংশ। কৃষি ও বনজ খাতের অন্তর্ভুক্ত তিনটি উপখাতেরই অবদান চলতি অর্থবছরে হ্রাস পেয়েছে। একইভাবে চলতি অর্থবছরে মৎস্য খাতের অবদান গত অর্থবছরের তুলনায় (৪.৪৯ শতাংশ) কিছুটা হ্রাস পেয়ে ৪.৪৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সার্বিকভাবে ২০১০-১১ অর্থবছরে কৃষি খাতের আবদান দাঁড়িয়েছে ১৯.৯৫ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরে যা ছিল ২০.২৯ শতাংশ।

২০১০-১১ অর্থবছরে স্থির মূল্যে শিল্প খাতের মধ্যে খনিজ ও খনন উপখাতের দাঁড়িয়েছে ১.২৬ শতাংশ, ২০০৯-১০ অর্থবছরে যা ছিল ১.২৯ শতাংশ। ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প খাতের অবদান ২০০৯-১০ অর্থবছরের ১৭.৯৪ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১০-১১ অর্থবছরে ১৮.৪১ শতাংশে পৌঁছেছে। বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ খাত এবং নির্মাণ খাতের অবদান গত

অর্থবছরের তুলনায় চলতি অর্থবছরে সামান্য হ্রাস পেয়েছে। চলতি অর্থবছরে জিডিপিতে সার্বিক শিল্প খাতের অবদান ৩০.৩৩ শতাংশ, যা ২০০৯-১০ অর্থবছরে ছিল ২৯.৯৩ শতাংশ।

২০১০-১১ অর্থবছরে স্থির মূল্যে জিডিপিতে সার্বিক সেবা খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ৪৯.৭২ শতাংশ, যা ২০০৯-১০ অর্থবছরে ছিল ৪৯.৭৮ শতাংশ । সার্বিক সেবাখাতের অন্তর্ভুক্ত পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য খাতের অবদান সর্বোচ্চ, যা চলতি অর্থবছরে ১৪.২৭ শতাংশ হতে পারে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে এ খাতের অবদান ছিল ১৪.৩৬ শতাংশ। সার্বিক সেবাখাতের অন্তর্ভুক্ত পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ খাতের অবদান দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। পরবর্তী অবস্থানসমূহে রয়েছে রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা (৬.৯৯ শতাংশ), কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা (৬.৭০ শতাংশ)।

সারণি ২.৪ঃ ১৯৯৫-৯৬ সালের ভিত্তি মূল্যে জিডিপিতে খাতওয়ারি অবদানের হার

খাত/উপখাত	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১*
১। কৃষি ও বনজ	১৬.৯৮	১৬.৬৪	১৬.১৮	১৫.৯১	১৫.৮১	১৫.৫২
ক) শস্য ও শাকসব্জি	১২.২৮	১২.০০	১১.৬৪	১১.৪৩	১১.৪২	১১.২৪
খ) প্রাণি সম্পদ	২.৯২	২.৮৮	২.৭৯	২.৭৩	২.৬৫	২.৫৭
গ) বনজ সম্পদ	১.৭৯	১.৭৬	১.৭৫	১.৭৫	১.৭৩	১.৭১
২। মৎস্য সম্পদ	৪.৮৬	৪.৭৩	৪.৬৫	৪.৫৮	৪.৪৯	৪.৪৩
৩। খনিজ ও খনন	১.১৬	১.১৮	১.২১	১.২৫	১.২৯	১.২৬
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তৈল	০.৭১	০.৭২	০.৭৪	০.৭৬	০.৭৭	০.৭৩
খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন	০.৪৫	০.৪৬	০.৪৭	০.৫০	০.৫১	০.৫৩
৪। শিল্প (ম্যানুঃ)	১৭.০৮	১৭.৫৫	১৭.৭৭	১৭.৯০	১৭.৯৪	১৮.৪১
ক) বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প	১২.১৪	১২.৪৭	১২.৬৩	১২.৭১	১২.৬৮	১৩.১২
খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৪.৯৪	৫.০৮	৫.১৪	৫.১৮	৫.২৬	৫.২৯
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সম্পদ	১.৬৫	১.৫৭	১.৫৯	১.৫৯	১.৬০	১.৫৯
ক) বিদ্যুৎ	১.৩৮	১.৩০	১.৩১	১.৩১	১.৩২	১.৩১
খ) গ্যাস	০.১৯	০.১৯	০.১৯	০.১৯	০.২০	০.১৯
গ) পানি	০.০৮	০.০৯	০.০৯	০.০৯	০.০৯	০.০৯
৬। নির্মাণ	৯.১৪	৯.১৫	৯.১৩	৯.১২	৯.১০	৯.০৭
৭। পাইকারী ও খুচরা বিপণন	১৪.০৮	১৪.২৪	১৪.৩৭	১৪.৪১	১৪.৩৬	১৪.২৭
৮। হোটেল ও রেঁস্তোরা	০.৬৯	০.৬৯	০.৭০	০.৭১	০.৭২	০.৭৩
৯। পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	১০.০৭	১০.১৮	১০.৪৪	১০.৬৫	১০.৭৯	১০.৯১
ক) স্থল পথ পরিবহন	৬.৬৭	৬.৫০	৬.৪২	৬.৩৮	৬.৩৬	৬.২০
খ) পানি পথ পরিবহন	০.৮৯	০.৮৫	০.৮২	০.৭৯	০.৭৫	০.৭২
গ) আকাশ পথ পরিবহন	০.১২	০.১১	০.১১	০.১২	০.১২	০.১২
ঘ) সহযোগী পরিবহন সেবা ও সংরক্ষণ	০.৩১	০.৩২	০.৩৩	০.৩৪	০.৩৫	০.৩৩
ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ	২.০৮	২.৪০	২.৭৬	৩.০২	৩.২১	৩.৫৪
১০। আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা	১.৭২	১.৭৬	১.৮১	১.৮৬	১.৯৫	২.০০
ক) ব্যাংক	১.২৮	১.৩১	১.৩৪	১.৩৮	১.৪৪	১.৪৭
খ) বীমা	০.৩৭	০.৩৭	০.৩৯	০.৪০	০.৪৩	০.৪৫
গ) অন্যান্য	০.০৭	০.০৭	০.০৭	০.০৮	০.০৮	০.০৯
১১। রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা	৭.৮৭	৭.৬৪	৭.৪৯	৭.৩৪	৭.১৮	৬.৯৯
১২। লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	২.৭১	২.৭৫	২.৭৬	২.৭৮	২.৮৪	২.৯২
১৩। শিক্ষা	২.৪৯	২.৫৪	২.৫৮	২.৬৪	২.৭১	২.৭৮
১৪। স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	২.২৭	২.২৯	২.৩১	২.৩৪	২.৩৮	২.৪১
১৫। কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	৭.২৫	৭.০৯	৭.০১	৬.৯৩	৬.৮৩	৬.৭০
জিডিপি	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো * সাময়িক

জিডিপিতে সার্বিক খাতসমূহের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তন সারণি ২.৫ ও লেখচিত্র-২.২-এ দেখানো হয়েছে। সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, জিডিপিতে কৃষি থেকে শিল্প খাতের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তনের ধারা এ অর্থবছরেও অব্যাহত আছে।

সারণি ২.৫: স্থির মূল্যে (ভিত্তি বছর: ১৯৯৫-৯৬) দেশজ উৎপাদে সার্বিক খাতসমূহের অবদানের কাঠামোগত পরিবর্তন ও প্রবৃদ্ধির ধারা

খাত	১৯৮০-৮১	১৯৮৫-৮৬	১৯৯০-৯১	১৯৯৫-৯৬	২০০০-০১	২০০৫-০৬	২০০৯-১০	২০১০-১১*
অবদান (শতকরা হার)								
কৃষি	৩৩.০৭	৩১.১৫	২৯.২৩	২৫.৬৮	২৫.০৩	২১.৮৪	২০.২৯	১৯.৯৫
শিল্প	১৭.৩১	১৯.১৩	২১.০৪	২৪.৮৭	২৬.২০	২৯.০৩	২৯.৯৩	৩০.৩৩
সেবা	৪৯.৬২	৪৯.৭৩	৪৯.৭৩	৪৯.৪৫	৪৮.৭৭	৪৯.১৪	৪৯.৭৮	৪৯.৭২
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
প্রবৃদ্ধি (শতকরা হার)								
কৃষি	৩.৩১	৩.৩১	২.২৩	৩.১০	৩.১৪	৪.৯৪	৫.২৪	৪.৯৬
শিল্প	৫.১৩	৬.৭২	৪.৫৭	৬.৯৮	৭.৪৫	৯.৭৪	৬.৪৯	৮.১৬
সেবা	৩.৫৫	৪.১০	৩.২৮	৩.৯৬	৫.৫৩	৬.৪০	৬.৪৭	৬.৬৩
সার্বিক জিডিপি (উৎপাদন মূল্যে)	৩.৭৪	৩.৩৪	৩.২৪	৪.৪৭	৫.৪১	৭.০২	৬.২২	৬.৭৫

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো * সাময়িক

লেখচিত্র ২.২ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, গত তিন দশকে জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে এবং শিল্প খাতের অবদান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে সেবা খাতের অবদান প্রায় একই রয়েছে।

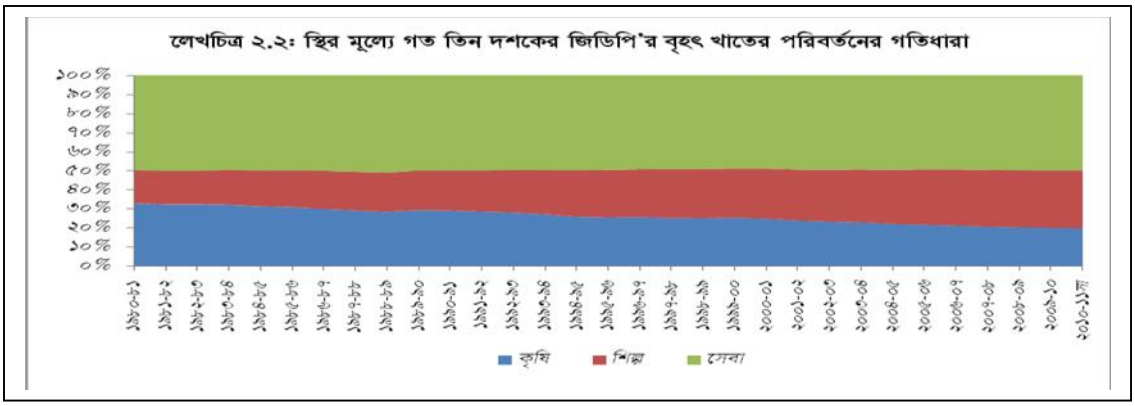

ব্যয়ভিত্তিক জিডিপি

সারণি ২.৬ এ ব্যয়ভিত্তিতে নিরূপিত জিডিপি ও সারণি ২.৭ এ জিডিপি'র শতকরা হারে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে। ব্যয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সাময়িক হিসাবে ২০১০-১১ অর্থবছরে ভোগব্যয়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় জিডিপি'র ০.৫১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে জিডিপি'র ৮০.৪১ শতাংশে পৌঁছেছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে আভ্যন্তরীণ চাহিদা বজায় থাকা ও সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রম বৃদ্ধির ফলে ভোগব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। সারণি ২.৭ হতে দেখা যায়, ২০০৫-০৬ অর্থবছরে দেশজ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয় ছিল যথাক্রমে জিডিপি'র ২০.২৫ শতাংশ ও ২৭.৬৭ শতাংশ। ২০০৯-১০ অর্থবছরে দেশজ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয়ের হার দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে জিডিপি'র ২১.১০ শতাংশ ও ৩০.০২ শতাংশ। ২০১০-১১ অর্থবছরে দেশজ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয়ের হার প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে জিডিপি'র ১৯.৫৯ শতাংশ ও ২৮.৪০ শতাংশ। অর্থাৎ চলতি অর্থবছরে দেশজ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ গত অর্থবছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। ভোগব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশজ সঞ্চয় এবং রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাওয়ায় জাতীয় সঞ্চয় হ্রাস পেয়েছে।

সারণি ২.৬ঃ চলতি বাজারমূল্যে ব্যয়ভিত্তিক জিডিপি

(কোটি টাকায়)

খাত	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১*
১. অভ্যন্তরীণ চাহিদা [(২)+(৩)]	৪৩৪০১৪	৪৯১৯০৮	৫৬৭১০৪	৬৪১১৩১১	৭২৪২৮২	৮২৮০০২
২. ভোগ	৩৩১৫৫২	৩৭৬৩১৭	৪৩৪৯৭১	৪৯১২৯১	৫৫৪৭৭১	৬৩৩২১৫
সরকারি	২৩০৩২	২৬১০৬	২৮৮৩১	৩২৩৫৪	৩৭২৭২	৪৩১১১
বেসরকারি	৩০৮৫২০	৩৫০২১২	৪০৬১৪০	৪৫৮৯৩৯	৫১৭৪৯৯	৫৯০১০৪
৩. বিনিয়োগ	১০২৪৮০	১১৫৫৯০	১৩২১৩২	১৪৯৮৩৯	১৬৯৫১১	১৯৪৭৮৬
সরকারি	২৪৯৩৩	২৫৭২৯	২৭০৪২	২৮৮৯৮	৩৪৮২০	৪১৫৭৯
বেসরকারি	৭৭৫৪৬	৮৯৮৬২	১০৫০৯০	১২০৯৪২	১৩৪৬৯১	১৫৩২০৮
৪. নীট রপ্তানি	-২৬০৭০	-৩২৭২৩	-৪৫৯১৪	-৪৩৮০৩	-৪৫৮৯৫	-৬৬৯৭৭
৫. মোট অভ্যন্তরীণ ব্যয়	৪০৭৯৬২	৪৫৯১৮৫	৫২১১৯০	৫৯৭৩২৮	৬৭৮৩৮৬	৭৬১০২৫
৬. মোট দেশজ উৎপাদ	৪১৫৭২৮	৪৭২৪৭৭	৫৪৫৮৩	৬১৪৭৯৫	৬৯৪৩২৪	৭৮৭৪৯৫
৭. পরিসংখ্যানিক পার্থক্য	৭৭৬৬	১৩২৯২	২৪৬৩৮	১৭৪৬৭	১৫৯৩৮	২৬৪৭০

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো * সাময়িক

বিদ্যুৎসহ অবকাঠামো খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণে সরকারি ও বেসরকারি উভয় বিনিয়োগই বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে জিডিপি'র ২৪.৭৩ শতাংশে, গত অর্থবছরে যা ছিল জিডিপি'র ২৪.৪১ শতাংশ। এরমধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ জিডিপি'র ১৯.৪০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯.৪৬ শতাংশে এবং সরকারি বিনিয়োগ জিডিপি'র ৫.০১ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫.২৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

সারণি ২.৭ ঃ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ (জিডিপি'র শতকরা হারে)

খাত	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১*
১. অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়	**২০.২৫**	**২০.৩৫**	**২০.৩১**	**২০.০৯**	**২০.১০**	**১৯.৫৯**
সরকারি	১.৪১	১.৪১	১.৩৫	১.৩২	১.৩৫	১.৩৩
বেসরকারি	১৮.৮৪	১৮.৯৪	১৮.৯৬	১৮.৭৭	১৮.৭৫	১৮.২৬
২. বিনিয়োগ	**২৪.৬৫**	**২৪.৪৬**	**২৪.২১**	**২৪.৩৭**	**২৪.৪১**	**২৪.৭৩**
সরকারি	৬.০০	৫.৪৫	৪.৯৫	৪.৭০	৫.০১	৫.২৮
বেসরকারি	১৮.৬৫	১৯.০২	১৯.২৫	১৯.৬৭	১৯.৪০	১৯.৪৬
৩. জাতীয় সঞ্চয়	**২৭.৬৭**	**২৮.৬৬**	**৩০.২১**	**২৯.৫৭**	**৩০.০২**	**২৮.৪০**

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো * সাময়িক

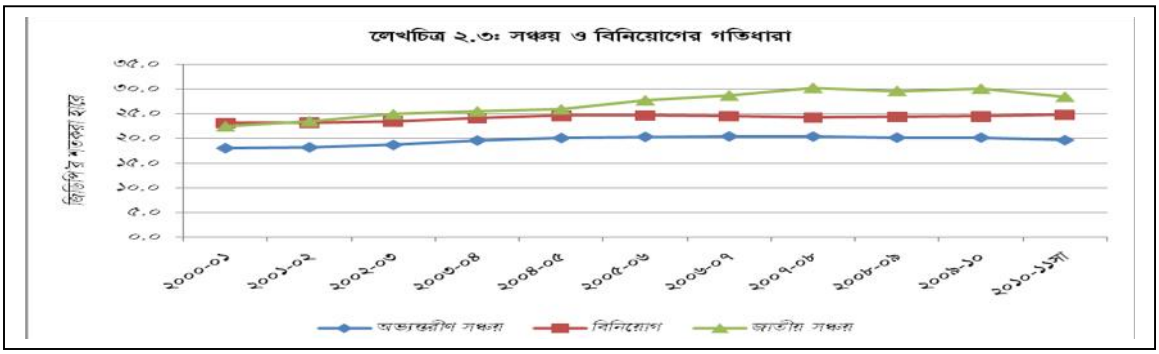

বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামোগত অপ্রতুলতা (infrastructure bottlenecks) দূরীকরণের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদনে Road map বাস্তবায়ন, জ্বালানির চাহিদা মেটাতে নতুন কূপ খনন, এলএনজি আমদানি, কয়লা উৎপাদন ও আমদানি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও পিপিপির আওতায় অবকাঠামো খাতে যে ব্যাপক পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে তা বাস্তবায়নের ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।